দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 31.1.85 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম 1 ... ...

031

দৈনিক বাংলা

ঢাকা ঃ মঙ্গলবার, ১৬ই মাঘ, ১৩৯০ ঃ ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৮৪

সর্বজনীন শিক্ষা

প্রেসিডেন্ট এরশাদ আগামী ৪ বছরের মধ্যে দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ৫০ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবার আহ্বান জানিয়েছেন। রোববার ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে তিনি আরো বলেন যে ১০ থেকে ৩০ বছর বয়স্ক সকল ব্যক্তিকে দুই বছরের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করতে হবে।

আমাদের পশ্চাদপদতার পেছনে যেসব কারণ রয়েছে শিক্ষার অভাব তার অন্যতম। দেশে শিক্ষিতের হার এখনো শতকরা মাত্র ২০। অতীতে শিক্ষিতের হারের এই শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে কম বিলাপ করা হয়নি। তা দূর করার কম প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি। আর এব্যাপারে দুই একবার যে চেষ্টাও হয়েছিল তাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। জাতি এখনো সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে অশিক্ষার অন্ধকারেই নিমজ্জিত রয়েছে।

স্বাধীনতাউত্তরকালে ১৯৭৯ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার যে কথা ছিল তা কার্যকর হয়নি। দেশের শতকরা ৪৪ ভাগ শিশু শিক্ষার এতটুকু সুযোগ পায় না। যে ৫৬ ভাগ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তার মধ্যে থেকেও শতকরা ৬০ ভাগ প্রথম বছরেই বিদায় নেয়। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শতকরা মাত্র ১০ ভাগ ছেলে পড়াশোনা অব্যাহত রাখে।

সার্বিক জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থে এই অসহনীয় অবস্থার অবসান যেকোন নাগরিকের কাম্য। শুধু কাম্যই নয়, এটা তাদের পবিত্র দায়িত্ব। আমাদের লক্ষ্য এক্ষেত্রে একটাই তা হলো, দেশের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে সাক্ষর করে তোলা এবং যতটা সম্ভব উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বর্তমান সরকার শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছেন। আর এর ভিত্তি হিসেবে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ দেশের প্রত্যেক নাগরিককে অন্ততপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষাটুকু অবশ্যই দেয়া হবে। আর এই উদ্যোগের অংশ হিসেবেই প্রেসিডেন্ট আগামী ৪ বছরের মধ্যে শিক্ষিতের হার শতকরা ৫০-এ উন্নীত করা ও ১০ থেকে ৩০ বছর বয়স্ক সকল ব্যক্তিকে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

এই উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই তবে স্বভাবতই সরকারের একার পক্ষে এই লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয়। এ কাজে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হবে।